দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয়

একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে বলিয়া আলোচনা চলিতেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হইবে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক। সম্প্রতি 'দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবনা' শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সিরডাপ মিলনায়তনে। আগামী এপ্রিলে দিল্লীতে অনুষ্ঠেয় সার্ক সম্মেলন সামনে রাখিয়া এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাস ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্র্যাটিক গভর্নেন্স অ্যান্ড ইনোভেশনসের পরিচালক গহর রিজভী। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সমন্বয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য অবস্থান, আইনি কাঠামো, অর্থ বরাদ্দ, সদস্য দেশগুলির অংশীদারিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে খসড়া প্রস্তাবনা তুলে ধরেন তিনি। ২০০৫ সালের নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এ অঞ্চলের মেধাবী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়িয়া তোলার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছু প্রাথমিক কাজও শুরু হইয়াছে। সার্কভুক্ত দেশগুলির মানুষের জ্ঞান চর্চা ও মেধা বিকাশে এই ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই। এ অঞ্চলে জ্ঞান চর্চার বৃহত্তর ক্ষেত্র নির্মাণে ও উচ্চশিক্ষার অধিকতর সুযোগ সম্প্রসারণে এই ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় সার্কভুক্ত দেশগুলির অভিন্ন স্বার্থ ও লক্ষ্য পূরণে যে বিশেষ ভূমিকা রাখিতে সমর্থ হইবে তাহা না বলিলেও চলে। তবে সার্ক দর্শনের মূল লক্ষ্য, পারস্পরিক স্বার্থ ও সমতার ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) যে ব্যাপক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা এখন পর্যন্ত নানা কারণেই পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। পাশাপাশি আসিয়ান-এর দিকে তাকাইলে সাফল্য ও সহযোগিতার আরো ব্যাপকতর চিত্রই আমরা দেখিতে পাই। সেদিক হইতে সার্ক-এর লক্ষ্য পূরণে সার্কভুক্ত দেশগুলির সমন্বয়ে এমন একটি উন্নত বহুমাত্রিক আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাহা এই অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতে সমর্থ হইবে তাহা না বলিলেই চলে। কেবল অবাধ বাণিজ্য নয়—অবাধ শিক্ষার বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচ্য। আর সার্কভুক্ত দেশগুলির কেবল বাণিজ্যিক সম্পর্কই নয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণেও বিশেষভাবে ভূমিকা গ্রহণ করা কর্তব্য। শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইলে এই সমন্বিত সুচিন্তিত বিজ্ঞানকেন্দ্রিক আধুনিক উন্নত শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রটির মধ্য দিয়া এই অঞ্চলের মানুষের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথও প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি এখনো বস্তুত প্রস্তাবনা আকারেই রহিয়াছে বলা যায়। আমরা মনে করি, ইহার বাস্তবায়নের জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলির অভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের মতামত ও চিন্তাকেও গুরুত্ব দিতে হইবে। এই উপমহাদেশ বহু প্রাচীন কাল হইতে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। বহু আগেই উপমহাদেশের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিলো জগৎ জোড়া। একুশ শতকের বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে কাজে লাগাইয়া সার্ক দেশগুলির মিলিত উদ্যোগে এমনি একটি সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিলে তাহা হইবে এই অঞ্চলের জ্ঞান চর্চার এক বৃহত্তর ও মহতী প্রয়াস। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবিক শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে আজ বিশ্বব্যাপী যে উন্নতি ও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, মুক্ত চিন্তা, মনন ও জ্ঞানের যে দিগন্ত উন্মোচিত হইতে চলিয়াছে তাহার আলোকে প্রস্তাবিত দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয়টিও আর একটি নবযুগের সূচনা করিবে, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।